প্রশ্ন 1 মহম্মদ ইকবালের মতানুসারে আত্মার স্বরূপ আলোচনা করো।

♦ উত্তর

মহম্মদ ইকবালের মতে আত্মার স্বরূপ

কোরানের মধ্যে নিহিত ইসলাম ধর্মের সত্যের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য, সঠিক ব্যাখ্যার জন্য, মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যাখ্যার জন্য মহম্মদ ইকবাল তাঁর 'Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought in Islam' গ্রন্থে আত্মার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি ইসলামের অতীন্দ্রিয়বাদ ও সুফিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ ছাড়াও বার্গসোঁ, নিটশে প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে আত্মা সম্পর্কে তাঁর অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন।

আমিত্ব

ইকবাল 'আত্মা' শব্দটির পরিবর্তে 'আমিত্ব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য ধর্মে ও ভারতীয় দর্শনে আত্মা বলতে দেহাতিরিক্ত নিত্য সত্তাকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ দেহ ও আত্মা ভিন্ন সত্তা। কিন্তু ইকবাল বলেন আত্মাকে দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা বলা যায় না। তাই তিনি কোরানে উল্লিখিত 'আমিত্ব' (Ego) শব্দটি 'আত্মা' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন।

Scanned with CamScanner

একত্বের মূলতত্ত্ব হল আমিত্ব

আমিত্ব হল তাই যা ব্যক্তির সকল ক্রিয়া ও অভিজ্ঞতাকে সংগঠিত করে। হিন্দু ধর্মমতে আত্মা যখন দেহের মধ্যে আবদ্ধ হয় তখন জড়দেহ সচেতন হয়ে ওঠে। এই আত্মাই দেহ ও মনকে পরিচালিত করে, নিয়ন্ত্রণ করে এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

একইভাবে ইকবাল বলেন আমিত্ব সকল দৈহিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। তাই আমিত্ব দেহের অতিরিক্ত কোনো সত্তা নয়। আমিত্ব অভিজ্ঞতাকে সংগঠিত করে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। মানুষের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার উৎস হল আমিত্ব। সুতরাং, আমিত্ব দেহ, মন, ব্যক্তিত্বের অতিরিক্ত কোনো সত্তা নয়।

আমিত্বের অস্তিত্বের প্রমাণ

ইকবাল বলেন আমিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। যদি কেউ আমিত্বকে অস্বীকার করে তবে আত্মবিরোধিতা দোষ ঘটবে। কারণ যে ব্যক্তি আমিত্বকে অস্বীকার করবে তার আমিত্বকে স্বীকার করতে হবে। ঠিক এইরূপ যুক্তি দেকার্ত দিয়েছেন। দেকার্ত বলেছেন আমি সব কিছুর অস্তিত্বে সংশয় করতে পারি। কিন্তু সংশয়কর্তাকে সংশয় করলে আত্মবিরোধিতা দোষ ঘটবে। সুতরাং, আমিত্বের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত।

আমিত্বের স্বরূপ

ইকবালের মতে আমিত্ব হল ব্যক্তির অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের একত্বের কেন্দ্রবিন্দু, ব্যক্তির দৈহিক ক্রিয়াগুলির একত্বের কেন্দ্রবিন্দু, ব্যক্তির মানসিক ক্রিয়াগুলির একত্বের কেন্দ্রবিন্দু। এককথায় আমিত্বই ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যদি অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে মনের মধ্যে প্রবেশ করি তাহলে দেখতে পাব সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, অনুভূতি প্রভৃতি মানসিক ঘটনার স্রোত সর্বদা প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু এই প্রবাহের অন্তরালে যে একত্ব রয়েছে তাই হল আমিত্ব। এই আমিত্ব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির নিজস্ব। প্রত্যেক ব্যক্তির 'আমিত্ব' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

আমিত্ব ও দেহের মধ্যে সম্বন্ধ

ইকবাল বলেন স্পিনোজার সমান্তরালবাদ দেহ ও মনের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। কেন-না সমান্তরালবাদ অনুসারে দেহ ও মনের মধ্যে কোনো সম্বন্ধই নেই। আবার দেকার্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদও দেহ ও মনের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। কেন-না দেহের ঠিক কোন্ স্থানে দেহ ও মন মিলিত হয় এই মতবাদ তা নির্দেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু ইকবাল বলেন আমিত্ব কখনও দেহকে ছাড়া থাকতে পারে না। আমিত্ব হল নিরবচ্ছিন্ন কর্মধারা। আমিত্ব তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করার জন্য দেহকে ব্যবহার করে।

আমিত্ব হল স্বাধীন

কর্মবাদ বলে, অতীত জীবনে সম্পাদিত কর্মের ফল বর্তমান জীবনে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আমি শত চেষ্টা করেও এই কর্মনীতির পরিবর্তন ঘটাতে পারি না। তাই আমার ইচ্ছার কোনো স্বাধীনতা নেই। আবার আচরণবাদ ও মনোবিজ্ঞান অনুসারে আমাদের সকলপ্রকার আচরণ আমাদের ইচ্ছা, কামনাবাসনা, প্রয়োজন, প্রবৃত্তি প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই ইচ্ছার কোনো স্বাধীনতা নেই। কিন্তু ইকবাল বলেন আমিত্ব সর্বদা তার কর্মনির্বাচন ও কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

আমিত্বের অমরত্ব

মানুষের চরম লক্ষ্য অমরত্বলাভ। আমিত্ব বা আত্মা হল অনন্ত শক্তি ও অনন্ত সম্ভাবনাময়। অমরত্ব কোনো ঈশ্বরত্বলাভ নয়। অমরত্বলাভ তখনই হবে যখন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তার সকল সম্ভাবনামূলক শক্তিকে প্রকাশ করবে। কিছু নৈতিক শৃঙ্খলা ও সৎকর্ম করলেও অমরত্ব লাভ সম্ভব।

Scanned with CamScanner

পুনর্জন্মে অবিশ্বাস

ইকবাল পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করেন না। মানুষের মৃত্যুর পর তার আর পৃথিবীতে ফিরে আসা সম্ভব নয়। মৃত্যুর পর তার আত্মা কবরে শায়িত থাকে। কেয়ামতের দিন অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন ঈশ্বর সেই আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করে তার কর্মফল অনুসারে স্বর্গ বা নরকবাসের নির্দেশ দেন। মৃত্যু ও পুনরুত্থান এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় আত্মার অবস্থানকে রারজাখ বলা হয়।

আমিত্বের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক

ইকবালের মতে ঈশ্বর ও মানুষ ভিন্ন তত্ত্ব নয়। ঈশ্বর ও মানুষ প্রকৃতিতে সমধর্মী, ঈশ্বর হলেন সর্বোচ্চ অহং যিনি তার নিজের মধ্যে থেকে এই বিশ্ব ও মানুষ প্রকাশ করেছেন। তাই মানুষ হল সীমিত অহং। সুতরাং, মানুষ ও ঈশ্বর সমপ্রকৃতির, কেবল সসীমত্ব অসীমত্বের দিক থেকে পার্থক্য।

আমিত্বের জ্ঞান

আমিত্বকে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না। কেন-না প্রত্যক্ষ কেবল বাহ্যবস্তুকে জানতে পারে। কিন্তু আমিত্ব অন্তরের বিষয়। আবার আমিত্বকে অনুমানের সাহায্যেও জানা যায় না। কারণ যথার্থ হেতুজ্ঞানের অভাব। তাই কেবল স্বজ্ঞাই অহং-এর স্বরূপকে প্রকাশ করতে পারে।

মূল্যায়ন: সুতরাং, ইকবাল আত্মা ও আমিত্ব সম্পর্কে যে অভিনব চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন তা যেমন প্রচলিত কোরানের ব্যাখ্যা থেকে স্বতন্ত্র, তেমনই বিশ্বের অন্যান্য ধর্মমত ও দর্শনের থেকেও পৃথক। এখানেই ইকবালের দর্শনে অভিনবত্ব।

প্রশ্ন 2 মহম্মদ ইকবালের মতে জগতের স্বরূপ আলোচনা করো।

উত্তর

কবালের মতে জগতের স্বরূপ

কোরানের মধ্যে নিহিত ইসলাম ধর্মের সত্যের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য, সঠিক ব্যাখ্যার জন্য, মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য, ঈশ্বর, ও মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যাখ্যার জন্য মহম্মদ ইকবাল জগতের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর 'Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought in Islam' গ্রন্থে তিনি এই বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন।

জগতের বাস্তব অস্তিত্ব

ভাববাদী দার্শনিক বার্কলের মতে এই জড়জগতের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জগৎ মনের ধারণা মাত্র। আবার ভারতীয় অদ্বৈতবাদী দার্শনিক শংকরাচার্যের মতে এই জগৎ মিথ্যা। কিন্তু বাস্তববাদী ইকবাল এই জড়জগতের বাস্তব সত্যতাকে স্বীকার করেছেন।

জড়জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ

সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে জড়জগৎকে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায়। কেন-না বস্তু স্থির ও অপরিবর্তনশীল। কিন্তু ইকবাল বলেন জড়বস্তু ও জড়জগৎ সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং গতিশীল। তাই জড়বস্তু ও জড়জগৎকে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যাবে না। একই যুক্তিতে বুদ্ধি চেতনার দ্বারাও জগৎকে জানা সম্ভব নয়। তাই ইকবালের মতে সতত পরিবর্তনশীল জড়জগৎকে একমাত্র স্বজ্ঞার সাহায্যেই জানা সম্ভব।

ইকবালের মতে স্বজ্ঞাজাত এক অন্তর্দৃষ্টি এই জগতের সত্যতাকে প্রকাশ করে। আমরা অনুভব করি আমাদের সকল কাজে আমিত্ব ছাড়া অন্য একটি শক্তি সর্বদা বাধা দিচ্ছে। এই বাধাদানকারী শক্তি থেকে

Scanned with CamScanner

আমরা বাহ্য পরিবেশ বা বাহ্য জগতের অস্তিত্ব অনুভব করি। তা ছাড়া জড়জগতের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে আমাদের অভিজ্ঞতা ও আচরণকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। তাই বাহ্য জগতের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

স্থান ও কালের ধারণা

এই জড়জগতের আধার হল স্থান ও কাল। কিন্তু ইকবাল বলেন এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেন-না স্থান ও কাল থেকে যদি সকল বস্তু ও ঘটনাকে সরিয়ে ফেলা হয় তবে স্থান হবে বিন্দু এবং কাল হবে মুহূর্ত অর্থাৎ শূন্য। সুতরাং, স্থান ও কালের বস্তুগত ধারণা ভ্রান্ত।

কান্ট স্থান ও কালকে ইন্দ্রিয়ানুভবের আকার বলেছেন স্থান ও কাল বস্তুগত নয়, বিষয়ীগত। কিন্তু ইকবাল বলেন কান্টের ধারণাও ভ্রান্ত। কেন-না কান্ট স্থান ও কালকে আপেক্ষিক বলেননি। ইকবালের মতে স্থান ও কাল আপেক্ষিক। দ্রষ্টার অবস্থানের সাপেক্ষে স্থান ও কালের ধারণা পরিবর্তিত হয়।

জড়জগতের প্রকৃতি

ইকবালের মতে সমগ্র জড়জগৎ হল একক ব্যক্তি, সমগ্র একক। এই সমগ্র জগৎ হল এক বৃহৎ অহং। এই অহং হল বহু অহং-এর সমষ্টি। জগৎ বহু অহং দিয়ে গঠিত। জগৎ কোনো স্থির বা স্থিতিশীল সত্তা নয়। এই বৃহৎ অহংসত্তা জগৎ ব্যক্তি অহং-এর মতো বিকাশধর্মী। এই জগতের অভিব্যক্তির, বিকাশের একটি লক্ষ্য থাকে। এই বিকাশের লক্ষ্য ক্রমশ উচ্চস্তরে বিকশিত হওয়া।

জগতের সৃষ্টি

এই জগৎ ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর জড় পরমাণু দিয়ে নিজে নিমিত্ত কর্তা হিসেবে জগৎ সৃষ্টি করেননি। ইকবালের মতে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করে জগতের বাইরে থাকেন না। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও অনন্ত সম্ভাবনাময়। তাই তিনি নিজের মধ্যে নিহিত অনন্ত সম্ভাবনা থেকে একটি সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে জগতের মধ্যে বিকশিত হন। তাই ঈশ্বর জগতের অন্তর্বর্তী সত্তা। আবার ঈশ্বর সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত থাকলেও তিনি জগৎ বহির্ভূত অর্থাৎ অতিবর্তী সত্তা কেন-না তিনি জগৎ সৃষ্টি করে নিঃশেষিত হন না। তাঁর অন্য সম্ভাবনাগুলি অন্য জগতে বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করে জগতের মধ্যেও আছেন, আবার জগতের বাইরেও আছেন।

মূল্যায়ন: এইভাবে মহম্মদ ইকবালের জগৎ সম্পর্কে অভিনব দার্শনিক চিন্তাধারা প্রচলিত ধারণাগুলি থেকে তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে।

প্রশ্ন 3 ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্পর্কে মহম্মদ ইকবালের অভিমত সংক্ষেপে আলোচনা করো।

◆ উত্তর

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে মহম্মদ ইকবালের অভিমত

ঈশ্বর যে-কোনো ধর্মের কেন্দ্রীয় চরিত্র, ধর্মপ্রাণ মানুষের আরাধ্য বিষয়। ইসলাম ধর্ম একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। মহম্মদ ইকবাল ইসলাম ধর্মের সত্যের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এবং সমগ্র বিশ্ব, ঈশ্বর ও আমিত্বের সমধর্মিতা প্রমাণের জন্য নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের প্রচলিত যুক্তিগুলির ত্রুটি দেখিয়ে নতুন পদ্ধতিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন এবং ঈশ্বরের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে প্রচলিত যুক্তি ও ইকবালের সমালোচনা

[1] **কারণ বিষয়ক যুক্তি:** জগতের প্রত্যেকটি কার্যের একটি কারণ আছে। ওই কারণেরও একটি কারণ আছে। এই জাগতিক কার্যগুলি কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কার্যকারণ শৃঙ্খলের অনবস্থা দোষ

Scanned with CamScanner

পরিহারের জন্য কার্যকারণ শৃঙ্খলের উৎসে আমাদের থামতে হবে যার কোনো কারণ নেই। তিনি হবেন আদি কারণ (Final Cause), সকল কারণের কারণ, অকারণ, তিনি হলেন ঈশ্বর।

ইকবালের সমালোচনা: ইকবাল বলেন এই যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে ব্যর্থ। কেন-না তিনি বলেন জাগতিক সসীম কার্যের কারণ সসীম হবে। অসীম ঈশ্বর এর কারণ হতে পারেন না। যদি হয় তবে কার্যকারণ নিয়ম লঙ্ঘিত হবে। তা ছাড়া অনবস্থা দোষের ভয়ে কার্যকারণ শৃঙ্খলকে ছিন্ন করে হঠাৎ থেমে আদি কারণ ঈশ্বরকে যদি স্বীকার করা হয় তবে তা হবে স্বৈরাচারী, বৈজ্ঞানিক নিয়মের বিরোধী।

[2] **উদ্দেশ্যমূলক যুক্তি:** মানুষ বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পরিকল্পনা করে বাড়ি তৈরি করে। তেমনই জগৎ ও জাগতিক বস্তুর সৃষ্টির পিছনে বিশেষ উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা আছে। উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার কর্তা মানুষ হতে পারে না। কেন-না মানুষের জ্ঞান সীমিত এবং সে জগৎ থেকে ক্ষুদ্র সত্তা। তাই জগতের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার কর্তা অবশ্যই ঈশ্বর হবেন। তাই ঈশ্বর অস্তিত্বশীল।

ইকবালের সমালোচনা: ইকবাল বলেন এই যুক্তিতে মানুষের সৃষ্টিকার্যের সঙ্গে ঈশ্বরের কাজের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। এই উপমাযুক্তিটি মন্দ উপমাযুক্তি। কেন-না মানুষ বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলিকে সংযুক্ত করে কার্য সৃষ্টি করে। কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কোনো উপাদান বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না, তাই তাকে সংযুক্ত করার কোনো প্রশ্নই নেই। তাই এই যুক্তি যথার্থ নয়।

[3] **তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তি:** একমাত্র ঈশ্বরের ক্ষেত্রে পূর্ণতম ও মহত্তম ধারণা থেকে তাঁর অস্তিত্ব অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। ঈশ্বরের ধারণা পূর্ণ সত্তার ধারণা। যেসকল শ্রেষ্ঠ গুণ পূর্ণতা হতে হলে দরকার সত্তা (অস্তিত্ব) নামক গুণটি তাতে থাকতে হবে। অন্যসব গুণ আছে অথচ সত্তা নেই এমন হলে পূর্ণ হবেন অপূর্ণ। কাজেই ঈশ্বর নেই—এ কথার অর্থ হল যিনি সর্বশক্তিমান তাঁর সত্তাটুকু অর্জন করার ক্ষমতা নেই। তাই 'ঈশ্বর নেই'—কথাটি স্ববিরোধী, তাই মিথ্যা। সুতরাং, 'ঈশ্বর আছেন'—এই সত্য ঈশ্বরের লক্ষণ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়।

ইকবালের সমালোচনা: ইকবাল বলেন এই যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে ব্যর্থ। কেন-না ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা ও ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্বের মধ্যে যে বিশাল ফাঁক আছে তা পূরণ করা যাবে না। এ বিষয়ে ইকবাল কান্টের সঙ্গে একমত। ইকবাল বলেন ঈশ্বর অবশ্যই অস্তিত্বশীল। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ, যুক্তি, অনুমান কোনো কিছুর দ্বারাই প্রমাণ করা যাবে না। একমাত্র স্বজ্ঞার সাহায্যে ঈশ্বরের উপলব্ধি সম্ভব। স্বজ্ঞার সাহায্যেই ঈশ্বরের স্বরূপকে জানা যায়। স্বজ্ঞা হল একপ্রকার মানসিক শক্তি যা ইন্দ্রিয়শক্তি বা বুদ্ধিশক্তি নয়, কিন্তু তা সমগ্রকে এবং ঈশ্বরকে তাৎক্ষণিক উপলব্ধি করতে পারে।

...রের স্বরূপ সম্পর্কে ইকবালের অভিমত

মহম্মদ ইকবাল ঈশ্বরের অস্তিত্বের পাশাপাশি স্বরূপ বিষয়ে বেশ কিছু যুক্তি দিয়েছেন।

[1] **ঈশ্বর হলেন সর্বোচ্চ অহং:** ইকবাল বলেন এই জড়জগৎ ও জীবজগৎ হল সর্বোচ্চ অহং-এর প্রকাশ। জীব হল সীমিত অহং, ঈশ্বর হলেন সর্বোচ্চ অহং। সর্বোচ্চ অহং ঈশ্বর নিজেকে বহু জীবরূপে ও বহু জড়বস্তুরূপে অর্থাৎ জীবজগৎ ও জড়জগতে প্রকাশ করেছেন। তাই জীব, জড় ও ঈশ্বর ভিন্ন সত্তা নয়, স্বতন্ত্র সত্তা নয়, এরা স্বরূপত একই সত্তা।

[2] **ঈশ্বর হলেন সৃজনশীল সত্তা:** ঈশ্বর হলেন সর্বোচ্চ অহং। সর্বোচ্চ অহং-এর প্রকৃতি হল সৃজনশীলতা। ঈশ্বরের মধ্যে অনন্ত সৃজনশীলতার সম্ভাবনা নিহিত আছে। তাই তিনি নিজের অনন্ত সম্ভাবনার মধ্যে থেকে বহু জীবজগৎ, জড়জগৎ প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বরের সৃজনশীল ক্ষমতা অসীম, অনন্ত কারণ তার সম্ভাবনাগুলি অসংখ্য।

Scanned with CamScanner

[3] **ঈশ্বর জগতের অন্তর্বর্তী ও অতিবর্তী সত্তা:** ইকবালের মতে ঈশ্বর জগতের অন্তর্বর্তী সত্তা। ঈশ্বরের অনন্ত সৃজনশীল সত্তার মধ্যে থেকে একটি সম্ভাবনামাত্র জগতের মধ্যে বিকশিত হয়েছে। জগৎ ঈশ্বরের অভিব্যক্তি। তাই তিনি জগতের অন্তর্বর্তী সত্তা। ঈশ্বর যদি জগতের বহির্বর্তী হতেন তবে সেক্ষেত্রে জগতের লক্ষ্য ও পরিসমাপ্তি হয়ে উঠত বাহ্যিক। সুতরাং, এই জগৎ হল ঐশ্বরিক অনন্ত সম্ভাবনার একটি প্রকাশমাত্র। কিন্তু ঈশ্বর নিজেকে জগতের মধ্যে প্রকাশ করে নিঃশেষিত হয়ে যান না। তাঁর আরও অসংখ্য জগৎ সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনাই প্রমাণ করে তিনি জগতের বাইরেও থাকেন। তাই ঈশ্বর জগৎ বহির্ভূত সত্তাও বটে। সুতরাং ঈশ্বরের ব্যাপ্তি যেমন সমগ্র জগতে রয়েছে, তেমনই জগতের বাইরেও রয়েছে। তাই ঈশ্বর অতিবর্তী ও অন্তর্বর্তী উভয় প্রকারেরই সত্তা।

[4] **ঈশ্বর জগৎকে পরিচালনা করেন:** ইকবালের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হল মুক্ত সৃষ্টিশীল শক্তি-বিশেষ। এই বিশ্ব জগৎ সর্বদা বিবর্তিত হচ্ছে। জগতের বিবর্তন অন্ধ নয়, বরং উদ্দেশ্যমুখী। ঈশ্বরই জগতের বিবর্তন প্রক্রিয়ার দিক্‌নির্দেশক ও নিয়ন্ত্রক।

[5] **ঐশ্বরিক জ্ঞান:** ইকবালের মতে ঈশ্বর পুরুষ-বিশেষ। তিনি জগৎ ও জীবের সৃষ্টিকর্তা। তাই তিনি সর্বজ্ঞ, জ্ঞানী। ঈশ্বরের জ্ঞান বৌদ্ধিক নয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়। যেহেতু ঈশ্বরের বাইরে কিছু নেই, তাই তার জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়। আবার বৌদ্ধিক জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয় ভিন্ন হয়। সব কিছুই যেহেতু ঈশ্বরের মধ্যে তাই ঐশ্বরিক জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয় ভিন্ন নয়। ঈশ্বর সব কিছু স্বজ্ঞার মাধ্যমে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করেন।

[6] **ঈশ্বর সর্বশক্তিমান:** ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। কেন-না তিনি বিশ্বজগৎ, মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তা নিয়ন্ত্রণ করেন। জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা তিনিই পরিচালনা করেন। ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন তবে জগতে এত অমঙ্গল কেন? এই সমস্যার সমাধানে ইকবাল বলেন ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। ফলে মানুষ যদি সেই স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ করে তবে অমঙ্গল হয়। আর যদি তার যথার্থ প্রয়োগ করে তবে কল্যাণ হয়। সুতরাং, অমঙ্গলের জন্য ঈশ্বর দায়ী নয়।

[7] **ঈশ্বর নিত্য:** 'নিত্য' ও 'অনিত্য' শব্দ দুটি সময়ের এবং কালের ধারণার সঙ্গে যুক্ত। ঈশ্বর যেহেতু স্থান ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন, তাই তিনি নিত্য। স্থান ও কাল ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বর হলেন চিরকালীন, চিরকালীন এই অর্থে যে তাঁর মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত আছে।

মূল্যায়ন: সুতরাং, মহম্মদ ইকবাল এক ভিন্ন, স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন এবং তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। তিনি ঈশ্বরকে জগৎ ও জীবের সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালন কর্তা হিসেবে বর্ণনা করে, ইসলাম ধর্মের কেন্দ্রীয় চরিত্রে পরিণত করেছেন।

Scanned with CamScanner